দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা
তারিখ ...24/2/85...
পৃষ্ঠা ...5... কলাম ...1...

021

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: রোববার, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৯১ : ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫

জাতীয় গ্রন্থ সপ্তাহ

সারা দেশে জাতীয় গ্রন্থ সপ্তাহ শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা ছাড়াও আলোচনাসভা ও প্রচার কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে।

বই প্রকাশনা থেকে বিক্রি পর্যন্ত সবগুলো স্তরই এদেশে সমস্যাক্রান্ত। আরও একটা সমস্যা পাঠকদের কাছে পুস্তক এগিয়ে দেয়া। কাগজ, কালি ও অন্যান্য সরঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধি পুস্তক প্রকাশনা শিল্পকে অসুবিধায় ফেলে দিয়েছে। যে হারে পুস্তক রচিত হচ্ছে সে হারে তা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না এই অবস্থার ফলে। আবার বই প্রকাশ করার পরেও তা বিক্রির সমস্যা কম নয়। প্রথমতঃ দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা কম হওয়ায় বইক্রেতার সংখ্যা কম। দ্বিতীয়তঃ আগ্রহী ক্রেতাদের বিপুল অংশেরই অর্থনৈতিক কারণে বই কেনবার সামর্থ নেই। তৃতীয়ত যাদের সামর্থ আছে তাদের নেই বই কেনবার মানসিকতা। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে লাইব্রেরী ও পাঠাগারের অভাব। তাই বই যাও বা প্রকাশিত হয়, তাও বিক্রি করা কঠিন হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও দেখা গেছে দেশে যখনই যেখানে গ্রন্থমেলা আয়োজিত হয়েছে সেখানেই ভিড় জমেছে অসংখ্য মানুষের। আর এসব মেলায় দামে সামান্য কনসেশন দেবার ফলে বিক্রি হয়েছে প্রচুর বই। তাই বইমেলা বা জাতীয় গ্রন্থ সপ্তাহ পুস্তক প্রকাশনা থেকে বিক্রি পর্যন্ত সকল স্তরের সমস্যা বহুলাংশে দূর করতে পারে এবং তা পাঠক সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্যা সত্ত্বেও পাঠকদের বই কেনায় করে তুলতে পারে আগ্রহী।

তবে পাঠকদের কাছে বই পৌঁছে দেবার কার্যকর পথ হচ্ছে লাইব্রেরী ও রিডিং রুম গড়ে তোলা। এদিকটায় আমরা ভীষণ-রকম পশ্চাদপদ। আর এই ঘটনার মধ্যদিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের জ্ঞানের ও মনের দীনতা। পাঠাগার হচ্ছে জ্ঞানের উৎস। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে পাড়ায় পাড়ায় রয়েছে পাঠাগার আর তাতে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক আসে জ্ঞানের সন্ধানে। আমাদের দেশে পাড়ায় পাড়ায় তো দূরের কথা, কোথাও কোথাও গোটা শহরেও পাঠাগার নেই। থাকলেও সেগুলোর দশা অত্যন্ত দীন। স্কুল-কলেজগুলোতে কম-বেশী লাইব্রেরী আছে। কিন্তু সেখানে ছাত্রদের মধ্যে তা বিলি করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই।

আমাদের বিশ্বাস, জাতীয় গ্রন্থ সপ্তাহে কেবল বইমেলার আয়োজনই করা হবে না, বই সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা এবং লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি প্রশ্নও আলোচিত হবে এবং সেগুলো সমাধানের পথ নির্দেশ করা হবে।